001

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13.4.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

১০ বছরে ভার্সিটি ছাত্র বৃদ্ধি ৬ হাজার

।। খায়রুল আনোয়ার মুকুল ।।

স্বাধীনতা লাভের পর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা এবং উচ্চশিক্ষার চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও সে অনুপাতে বাড়েনি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা। গত দশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রী বেড়েছে মাত্র সাড়ে ছয় হাজার।

১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর ছাত্রছাত্রী ছিল ২৯ হাজার ৫৩৪ জন। ১৯৮৩ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ৩৬ হাজার ৮২ জনে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছয়বার বৃদ্ধি এবং চারবার হ্রাস পায়। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

১৯৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় শতকরা পাঁচ দশমিক ৫৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২৭ হাজার ৯০২ জনে। ১৯৭৫ সালে আরও কিছুটা কমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ২৭ হাজার ৪০২ জন। ১৯৭৬ সালে পূর্বের বছর থেকে এ সংখ্যা মাত্র শূন্য দশমিক ৫২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭ হাজার ৫৫৩ জনে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আবারও সামান্য হ্রাস পায় ১৯৭৭ সালে। সে বছর ছাত্রছাত্রী ছিলেন ২৭ হাজার ৩৬৯ জন।

তবে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী বাড়তে থাকে। ১৯৭৮ সালে মোট শিক্ষার্থী ছিলেন ২৯ হাজার ২২৮ জন। ১৯৭৯ সালে ৩০ হাজার ৬৯৯ জন। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখ যোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় ১৯৮০ সালে। সে বছর ছাত্রছাত্রী ছিলেন ৩৬ হাজার ৫৩০ জন। অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় ৫ হাজার ৮৩১ জন বেশি। ১৯৮১ সালে ছাত্রছাত্রী ছিলেন ৩৭ হাজার ১০৮ জন। ১৯৮২ সালে ৩৯ হাজার ৬৯৯ জন। ১৯৮৩ সালে শিক্ষা-র্থীর সংখ্যা পুনরায় ৩ হাজার ৬১৭ জন কমে দাঁড়ায় ৩৬ হাজার ৮২ জন।

১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্ট-গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৯

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র বৃদ্ধি ৬ হাজার

(১ম পৃঃ পর)

হাজার ২৯৬ জন ছাত্রছাত্রী ছিলেন; অপর দিকে কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যা-লয়—এ দুই কারিগরি বিশ্ববিদ্যা-লয়ে শিক্ষার্থী ছিলেন ৬ হাজার ৭৮৬ জন। অর্থাৎ সর্বমোট শিক্ষা-র্থীর শতকরা ৮১ দশমিক ২০ শতাংশ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় চারটিতে এবং বাকি ১৮ দশমিক ৮০ শতাংশ কারিগরি বিশ্ববিদ্যা-লয় দুটিতে অধ্যয়ন করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে এ সংখ্যা ছিল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় চার-টিতে ৩৩ হাজার ৩৩৫ জন অর্থাৎ ৮৩ দশমিক ৯৭ ভাগ এবং কারি-গরি বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে ৬ হাজার ৩৬৪ জন অর্থাৎ ১৬ দশমিক ০৩ ভাগ।

১৯৮৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৮২ দশমিক ৩০ ভাগ ছাত্র এবং শতকরা ১৭ দশমিক ৭০ ভাগ ছাত্রী ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন, দুটি প্রধান কারণে উচ্চশিক্ষার চাহিদা ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়েনি। একটি কারণ হচ্ছে: স্বাধীনতার পর নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। অপর কারণ, বিশ্ববিদ্যা-লয়সমূহের সম্প্রসারণে উল্লেখ-যোগ্য কোন কর্মসূচী না নেয়ায় সীট সংখ্যা তেমন বাড়েনি। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্যের কথা বিবে-চনা করে মাঝে মাঝে কিছু আসন বাড়ানো হলেও পরে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার দরুন আবার তা কমানো হয়েছে; উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একান্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে এখনও একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে ওঠেনি। যদি বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হত তবে উচ্চশিক্ষার আরও দায়িত্ব উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বহন করতে পারতো। এ প্রসঙ্গে প্রতি-বেদনে সমস্যাপীড়িত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও উল্লেখ করা হয়।